وَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ

দয়াল নবীজির কান্না

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

সূচীপত্র

- কান্না – উম্মতের মায়ায় / ৫
- হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত / ৫
- আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি / ৭
- তাঁর দু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল / ৮
- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উভয়েই বসে কাঁদছেন / ১১
- হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত / ১৬
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন / ১৭
- আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড় / ১৯
- তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে / ২০
- তুমি তার দিকে হাসো এবং সে তোমার দিকে হাসে / ২২
- "হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হও।/ ২৮
- তাঁর বক্ষ মোবারক হতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল / ৩৪
- আরও কাঁদলেন এমনকি মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল তাঁর অশ্রুতে / ৩৭
- গাছের নিচে সালাত আদায় করছিলেন এবং কাঁদছিলেন / ৪০
- সাজদায় কান্না / ৪০
- কুরআন তিলাওয়াত শুনে কান্না / ৪১
- কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। / ৪৮
- তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেলো। / ৪৯

- আমি স্বেচ্ছায় কাঁদছি না বরং যে অশ্রু তুমি দেখছ, তাহলো আল্লাহ তা'আলার রহমত বিশেষ / ৫১
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দু' চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল / ৫২
- সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে। / ৫৪
- তাহলে খুব বেশি কাঁদতে / ৫৫
- আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না / ৫৭
- আখিরাতের মানযিলসমূহের প্রথম মানযিল হল কবর / ৫৭
- জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না। / ৫৮

কান্না – উম্মতের মায়ায়

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [1]

তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [2]

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।

اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى

হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾الآيَةَ . وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ " اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي " . وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ

[1] সূরা তাওবাহ ১২৮

[2] সূরা আম্বিয়া ১০৭

جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ . وَهُوَ أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ .

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ সম্বলিত আয়াতঃ "হে আমার প্রতিপালক। এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"— (সূরাহ ইবরাহীম ৩৬) তিলাওয়াত করেন। আর "ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেনঃ "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"- (সূরাহ আল মায়িদাহ ১১৮)। তারপর তিনি তার উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন।

তখন মহান আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল! মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমার রব তো সবই জানেন তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, তা তাকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদ এর কাছে যাও এবং

তাকে বল, "নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না"। [3]

وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا

আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " . قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ " . فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ . فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا "

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কবরবাসী মু'মিনগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি

[3] সহিহ মুসলিম ২০২

আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবা। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন?

তিনি বললেন, "কেন, যদি কোন ব্যক্তি সাদা রঙের কপাল ও সাদা রঙের হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তারা (আমার উম্মত) সেদিন এমন অবস্থা আসবে যে, ওযুর ফলে তাদের মুখমণ্ডল, হাত-পা জ্যোতির্ময় হবে। আর হাওযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রনায়ক। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাওয থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে বেওয়ারিশ উটকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, "এরা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল"। তখন আমি বলব, "দূর হও, দূর হও"। [4]

وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

তাঁর দু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .رضى الله عنه .قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

[4] সহিহ মুসলিম ২৪৯

فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ.وَقَالَ.مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ". قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ " مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ". وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মুতায় সৈন্য প্রেরণের পর) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুত্বা দিতে গিয়ে বললেন, যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হল, অতঃপর জা'ফর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) পতাকা ধরল সেও শহীদ হল। তারপর 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) পতাকা ধরল এবং সেও শহীদ হল। অতঃপর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বিনা নির্দেশেই পতাকা ধরল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দদায়ক নয়।

আইয়ুব (রহ.) বলেন, অথবা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট মোটেই আনন্দদায়ক নয়, এ সময় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।[5]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ :لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺوَقَدْ دَبَغْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيئَةً، وَعَجَنْتُ عَجِينِي، وَغَسَّلْتُ بَنِيَّ وَدَهَنْتُهُمْ وَنَظَّفْتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :ائْتِينِي بِبَنِي جَعْفَرٍ

[5] বুখারী ২৭৯৮

"، قَالَتْ :فَأَتَيْتُهُ بِهِمْ فَشَمَّهُمْ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا يُبْكِيكَ؟ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ " :نَعَمْ، أُصِيبُوا هَذَا الْيَوْمَ "، قَالَتْ :فَقُمْتُ أَصِيحُ وَاجْتَمَعَ إِلَيَّ النِّسَاءُ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ " :لَا تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمْ"

আসমা বিনতে উমাইস (রাদিয়াল্লাহু عنها) বলেন:
"যখন জাফর (রাদিয়াল্লাহু عنه) এবং তাঁর সাথীরা শাহাদাতবরণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। আমি তখন চল্লিশটি চামড়া ফতেলা দিয়েছি, আমার খামির মাখা ছিল, আমার সন্তানদের গোসল করিয়েছি, তেল দিয়েছি ও পরিষ্কার করেছি।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:
‘জাফরের সন্তানদের আমার কাছে নিয়ে আসো।’ আমি তাঁদের এনে দিলে তিনি তাঁদের গন্ধ শুঁকলেন এবং তাঁর চোখে অশ্রু ঝরল।
আমি বললাম:
‘হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা–বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি কেন কাঁদছেন? জাফর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে কি কিছু শুনেছেন?’
তিনি বললেন:
‘হ্যাঁ, আজই তাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন।’
আমি তখন চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম, এবং আশপাশের নারীরা জড়ো হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জাফরের পরিবারের দিকে ফিরে গেলেন এবং বললেন: ‘তোমরা জাফরের পরিবারের ব্যাপারে গাফিল হয়ো না — তাদের জন্য খাবার তৈরি করে দাও, কারণ তারা তাদের প্রিয়জনের নিয়ে ব্যস্ত।’ [6]

فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উভয়েই বসে কাঁদছেন

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ " اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ " . فَمَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ . وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلاَئِكَةِ . قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ

[6] মুসনাদ আহমাদ ২৭০৮৬। মাজমাউজ্জাওয়াইদ ১০২২৫

رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ . فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ . فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ " . فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ . قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلاَءِ الأُسَارَى " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " . قُلْتُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلاَنٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَىْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَىَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ " . شَجَرَةٍ

قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ .

উমার ইবনু খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে তাকালেন, দেখলেন যে, তারা সংখ্যায় এক হাজার ছিল। আর তার সাহাবী ছিলেন তিনশ' তের জন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হলেন, এরপর দু'হাত উঁচু করে আওয়াজ করে আপন প্রভুর কাছে দুআ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছ আমার জন্য তা পূরণ করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা দাও। হে আল্লাহ! যদি মুসলিমদের এ ক্ষুদ্র সেনাদল ধ্বংস করে দাও তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদাত করার মত আর কেউ থাকবে না। তিনি এমনিভাবে দু'হাত উঁচু করে কিবলামুখী হয়ে প্রভুর কাছে উচ্চস্বরে দু'আ করে যাচ্ছিলেন।

এক পর্যায়ে তার কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। তখন আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার কাছে এসে চাদরটি তার কাঁধে পুনরায় তুলে দিলেন। তারপর তার পিছন দিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার এতটুকু দু'আই যথেষ্ট আপনার প্রভুর কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা অচিরেই পূর্ণ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ

"স্মরণ করে, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তখন তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব যারা একের পর এক আসবে।" (সূরা আনফাল ৮/ ৯)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করলেন। আবূ যুমায়ল বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, সেদিন একজন মুসলিম সৈনিক তার সামনের একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। এমন সময় তিনি তার উপর দিক থেকে বেত্রাঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন এবং তার উপর দিকে অশ্বারোহীর এরূপ ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি বলতেছিলেন, হে হায়যুম, (ফেরেশতার ঘোড়ার নাম) সামনের দিকে অগ্রসর হও। তখন তিনি তার সামনের এক মুশরিক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আরো দেখেন যে, তার নাক-ক্ষতযুক্ত এবং তার মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত। যেন কেউ তাকে বেতৰাঘাত করেছে। আহত স্থানগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে (বেত্রের বিষাক্ততায়)। এরপর আনসারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এ সাহায্য তৃতীয় আকাশ থেকে এসেছে। পরিশেষে সেদিন মুসলিমগণ সত্তর জন কাফিরকে হত্যা এবং সত্তর জনকে বন্দী করলেন। আবূ যুমায়ল বলেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, যখন যুদ্ধ বন্দীদেরকে আটক করা হলো, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সব যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে কথা বললেন, "এ সকল যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আপনারা কী মত দিচ্ছেন"। আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর নবী! তারা তো আমাদের চাচাতো

ভাই এবং স্বগোত্রীয়। আমি উচিত মনে করি যে, তাদের নিকট থেকে আপনি মুক্তিপণ (فدية)গ্রহণ করুন। এতে কাফিরদের উপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দিবেন।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! এ ব্যাপারে আপনি কী বলছেন? উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আবূ বাকর যা উচিত মনে করেন আমি তা উচিত মনে করি না। আমি উচিত মনে করি যে, আপনি তাদেরকে আমাদের হস্তগত করুন। আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। আর আকিল-কে আলী-এর হস্তগত করুন। তিনি তার শিরোচ্ছেদ করবেন। আর আমার বংশের অমুককে আমার কাছে অ্পৰণ করুন, আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। কেননা তারা হল কাফিরদের মর্যাদাশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। অতএব আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যা বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাই পছন্দ করলেন এবং আমি যা বললাম, তা তিনি পছন্দ করলেন না।

পরের দিন যখন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম, তখন দেখি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উভয়েই বসে কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন, আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদছেন? আমার কান্না আসলে আমিও কাঁদবো। আর যদি আমার কান্না না আসে তবে আপনাদের কাঁদার কারণে আমিও কান্নার ভান করবো (প্রচেষ্টা চালাব)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে তোমার সাথীদের উপর সমাগত বিপদের কথা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। আমার নিকট তাদের শাস্তি পেশ করা হল- এ বৃক্ষ থেকেও নিকটে। বৃক্ষটি

ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটবর্তী। (একটি বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ বৃক্ষের চাইতেও কাছে তোমাদের উপর সমাগত আযাব আমাকে দেখানো হয়েছিল।)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাস্ত না করা পর্যন্ত বন্দী কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় ..... যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে তোমরা ভোগ কর"— (সূরা আল-আনফাল ৬৭-৬৯)। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মালে গনীমাত হালাল করে দেন। [7]

وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . رضى الله عنه . قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ . وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ . عَلَيْهِ السَّلاَمُ . فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . رضى الله عنه . وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ". ثُمَّ أَتْبَعَهَا

[7] মুসলিম ১৭৬৩

بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ " إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

‘আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে আবূ সায়ফ্ কর্মকারের নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী-তনয়) ইব্রাহীম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। অতঃপর (আরেক বার) আমরা তার (আবূ সায়ফ্-এর) বাড়িতে গেলাম। তখন ইব্রাহীম (রাঃ) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উভয় চক্ষু হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আর আপনিও? (ক্রন্দন করছেন?) তখন তিনি বললেনঃ অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত। [৪]

بُكَاؤُه عِنْدَ المَرِيْضِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .رضى الله عنهما .قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺيَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

[৪] বুখারী ১৩০৩

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .رضى الله عنهم .فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ " قَدْ قَضَى ". قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺفَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ " أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا .وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ .أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ". وَكَانَ عُمَرُ .رضى الله عنه .يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ.

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলে, সা‘দ ইবনু ‘উবাদাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রোগাক্রান্ত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আবদুর রাহমান ইবনু ‘আওফ‘ সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস এবং ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস‘ঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজনের মাঝে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে! তাঁরা বললেন, না। হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেনঃ শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা‘আলা চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে ‘আযাব দিবেন না। তিনি ‘আযাব দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনের বিলাপের কারণে ‘আযাব দেয়া

হয়। ‘উমার (রাঃ) এ (ধরনের কান্নার) কারণে লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন, কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন বা মুখে মাটি পুরে দিতেন। [9]

خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়

عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

‘আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে)

[9] বুখারী ১৩০৪

এর চেয়ে অধিক সংখ্যক সহাবা একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেনঃ আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়। [10]

لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ

তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي . قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ

[10] বুখারী ৯২৪

فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ."

আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রুষা করনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমার সেবা শুশ্রুষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে। হে আদম সন্তান আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে আহার করাতে পারি? তুমি তো সারা জাহানের প্রতিপালক।

তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে পান করাব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি

তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেয়ে যেতে। [11]

تَضَحَكُ إِلَيْهِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ

তুমি তার দিকে হাসো এবং সে তোমার দিকে হাসে

رَوَى ابْنُ أَبِيْ عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺأَتَى قَبْرَ طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ فِي قِطَارٍ بِالْغَصْبَةِ، فَصَفَّ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ تَضَحَكُ إِلَيْهِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ

ইবনু আবি আসিম ও তাবরানী হুসাইন ইবনু ওয়াহওয়াহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে:

রাসূলুল্লাহ ﷺ "আল-গাছবা" নামক স্থানের "আল-কিতার" এলাকায় ত্বালহা ইবনুল বারা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)–এর কবরের কাছে গেলেন।

তিনি সেখানে ক্বিয়াম করলেন, আর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলাম।

তখন তিনি বললেন:

"হে আল্লাহ! তুমি ত্বালহাকে এমনভাবে কবুল করো যে, তুমি তার দিকে হাসো এবং সে তোমার দিকে হাসে।"[12]

وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ :كَانَ طَلْحَةُ بْنُ الْبَرَاءِ رَجُلًا مِنْ بَنِي أُنَيْفٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَقْتُلَ

[11] মুসলিম ২৫৬৯

[12] আস-সুন্নাহ ৫৫৮

أَبَاكَ ، قَالَ :فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ، قَالَ :ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَقْتُلَ أَبَاكَ، فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَقْتُلَ أَبَاكَ ، فَبَايَعَهُ، فَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْتُلَهُ، قَالَ :ثُمَّ إِنَّ طَلْحَةَ اشْتَكَى شَكْوَى فَأَدْنَفَ، قَالَ :فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺيَعُودُهُ فَرَأَى بِهِ الْمَوْتَ فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ : إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي حَتَّى أَشْهَدَهُ وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، قَالَ :فَنَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ آذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ :لَا تَفْعَلُوا، قَالُوا :وَلِمَ يَا طَلْحَةُ وَالنَّاسُ يَسْتَشْفِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺإِذَا حَضَرَهُمُ الْمَوْتُ؟ قَالَ :أَخْشَى أَنْ تُصِيبَهُ نَكْبَةٌ أَوْ تَلْدَغَهُ عَقْرَبٌ أَوْ تَنْهَشَهُ حَيَّةٌ، قَالَ :وَأَلْقَى اللَّهَ بِذَلِكَ، قَالَ :فَتَرَكُوهُ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا مَاتَ آذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ " :أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ: إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي؟ " فَقَالُوا: أَرَدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَفْعَلَ فَمَنَعَنَا وَقَالَ: أَخْشَى أَنْ تُصِيبَهُ نَكْبَةٌ، أَوْ تَلْدَغَهُ عَقْرَبٌ، أَوْ تَنْهَشَهُ حَيَّةٌ فَأَلْقَى اللَّهَ بِذَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ

ইবনু আবি দুনিয়া বর্ণনা করেন: মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রহ.) বলেন:
ত্বালহা ইবনুল বারা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন বনু উনাইফ গোত্রের একজন ব্যক্তি। তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ এর কাছে আসলে রাসুল বললেন,
" ➤আমি এই শর্তে তোমাকে বাইআত করাবো, যে তুমি তোমার বাবাকে হত্যা করবে।"

তালহা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে রাখলেন।
এরপর তিনি আবার আসলেন এবং একই কথা বললেন।
→তালহা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে রাখলেন।

তৃতীয়বার তিনি আবার আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন
" ➤আমি এই শর্তে তোমাকে বাইআত করাবো, যে তুমি তোমার বাবাকে হত্যা করবে।"
→তখন তিনি সম্মত হলেন এবং রাসূল ﷺ তাকে বাইআত করালেন, কিন্তু আদেশ দিলেন তার বাবাকে হত্যা না করতে।

এরপর ত্বালহা এক অসুখে আক্রান্ত হলেন এবং তার অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন এবং তাঁর শরীরে মৃত্যুর চিহ্ন দেখতে পেলেন।
→তখন তিনি সঙ্গীদের বললেন:
"যখন তাঁর মৃত্যু আসন্ন হবে, তখন আমাকে জানিও যেন আমি উপস্থিত হতে পারি এবং তাঁর জানাযা পড়তে পারি।"
রাত্রিতে ত্বালহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, তাঁর পরিবার বলল:
" ➤রাসূলুল্লাহ–ﷺ কে খবর দাও।"

→কিন্তু ত্বালহা বললেন:
" ➤না, তা করো না।"

→তাঁরা জিজ্ঞাসা করল:

“ ➤কেন? মানুষ তো এমন সময় রাসূলুল্লাহ–ﷺ কে ডাকতে ভালোবাসে, তাঁর বরকত চায়।”

→ত্বালহা বললেন:
“ ➤আমি ভয় পাই, এমন না হয় যে রাসূল ﷺ রাস্তায় এসে কোনো বিপদে পড়েন, যেমন সাপে কামড়ানো, বা বিছা দংশন, বা অন্য দুর্ঘটনা।”
→এবং আল্লাহ তাঁর অন্তরে এই ভাবনা ঢুকিয়ে দেন।

→তাই তাঁরা রাসূল–ﷺ কে খবর সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন,

→তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:
“আমি কি তোমাদের বলিনি যে, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আমাকে জানিও”?
→তাঁরা বলল:
“ ➤হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ত্বালহা আমাদের বাধা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি ভয় করি আপনার কোনো কষ্ট না হয়।”"
→তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ، تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ"

“হে আল্লাহ! তুমি ত্বালহা ইবনুল বারাকে এমনভাবে গ্রহণ করো, যেন তুমি তার দিকে হাসো, এবং সে তোমার দিকে হাসে।” [13]

[13] আল-আউলিয়া, হাদিস ৭৪

وَرَوَى أَبُو نعيم الأصبَهَانِيُّ: عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ، لَمَّا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ يَلْصَقُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُقَبِّلُ قَدَمَيْهِ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِمَا أَحْبَبْتَ لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، فَضَحِكَ لِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : اذْهَبْ فَاقْتُلْ أَبَاكَ قَالَ: فَخَرَجَ مُوَلِّيًا لِيَفْعَلَ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَرِضَ طَلْحَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فِي الشِّتَاءِ فِي بَرْدٍ وَغَيْمٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَهْلِهِ : إِنِّي أَرَى طَلْحَةَ قَدْ حَدَثَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، آذِنُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَجِّلُوهُ، فَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيُّ ﷺ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ حَتَّى تُوُفِّيَ وَجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ طَلْحَةَ :ادْفِنُونِي وَأَلْحِقُونِي بِرَبِّي، وَلَا تَدَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْيَهُودَ أَنْ يُصَابَ فِي سَبَبِي، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ، فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ، فَصَفَّ النَّاسَ مَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ

আবু নু'আইম আল-আসবাহানী বর্ণনা করেন:

হুসাইন ইবনু ওয়াহওয়াহ (রহ.) বলেন: ত্বালহা ইবনুল বারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে লেগে থাকলেন এবং তাঁর পদযুগল চুম্বন করতে লাগলেন। এরপর বললেন:

“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ দিন। আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না।”

→ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন, কারণ তিনি একজন কিশোর ছিলেন।

→ এরপর রাসূল ﷺ বললেন (তাঁর আন্তরিকতার পরীক্ষায়):

“যাও, তোমার পিতাকে হত্যা করো।”

→ ত্বালহা বেরিয়ে পড়লেন আদেশ পালন করতে।

→ কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন:

“আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য প্রেরিত হইনি।”

এরপর ত্বালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শীতের সময়, মেঘলা আবহাওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন।

→ ফেরার সময় রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারের লোকদের বললেন:

“আমি মনে করি ত্বালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমাকে জানিও যেন আমি তাঁর জানাজা পড়তে পারি, এবং তাকে দাফন করতে তাড়াতাড়ি করো।”

→ রাসূল ﷺ তখনো বানু সালিম ইবন আওফ গোত্রে পৌঁছাননি, ততক্ষণে রাত নেমে আসে এবং ত্বালহা মৃত্যুবরণ করেন।

→ তিনি তার জীবনের শেষ সময় বলেছিলেন:

“আমাকে দাফন করে দাও এবং আমার রবের কাছে পৌঁছে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে খবর দিও না, আমি আশঙ্কা করি — যদি তিনি আসেন, তাহলে হয়ত ইহুদিরা তাঁকে আক্রমণ করতে পারে। আমি চাই না আমার কারণে রাসূল ﷺ বিপদে পড়ুন।”

→ রাসূল ﷺ–কে তখন সকালে খবর দেওয়া হয়।

→ তিনি এলেন এবং তাঁর কবরে এসে দাঁড়ালেন।
→ লোকেরা তাঁর সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল।
→ তারপর তিনি হাত উঠিয়ে বললেন:

"اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ، تَضْحَكُ إِلَيْهِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ"

“হে আল্লাহ! তুমি ত্বালহাকে এমনভাবে গ্রহণ করো যেন তুমি তার দিকে হাসো, এবং সে তোমার দিকে হাসে।” [14]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتَ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ

“হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হও।

رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ كَانَ فِي نَوَاحِي الْمَدِينَةِ فِي حِجْرِ عَمٍّ لَهُ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَيَكُفُّهُ، فَأَرَادَ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ :لَئِنْ أَسْلَمْتَ لَأَنْتَزِعَنَّ مِنْكَ كُلَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ إِلَيْكَ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ، فَانْتَزَعَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ صَنَعَهُ بِهِ حَتَّى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ كَانَا عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أُمِّهِ مُجَرَّدًا فَقَامَتْ إِلَى بِجَادٍ لَهَا مِنْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ فَقَطَعَتْهُ بِاثْنَيْنِ، فَاتَّزَرَ بِأَحَدِهِمَا وَارْتَدَى بِالْآخَرِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺفَصَلَّى مَعَهُ الصُّبْحَ قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ تَفَقَّدَ

[14] মারিফাতুস সাহাবাহ ৩৯৩০। জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান / ইবনু কাসীর, ২৫৪৪। আল-মুজামুল আওসাত্ব ৮১৬৮ । মাজমাউজ্জাওয়াইদ ১৫৯৬৯। হাসান

النَّاسَ وَنَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ، فَرَآهُ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْعُزَّى، وَكَانَ اسْمَهُ قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ، الْزَمْنَا وَكُنْ مَعَنَا ، فَكَانَ يَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺوَفِي حِجْرِهِ، قَالَ :فَكَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَهَرَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّمْجِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمُرَاءٍ هُوَ؟ قَالَ : دَعْهُ، فَإِنَّهُ **أَحَدُ الْأَوَّاهِينَ** ،

قَالَ :فَلَمَّا كَانَ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺفَمَاتَ، قَالَ :فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَنَا بِنَارٍ لَيْلًا فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺوَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَا مَعَهُمْ رَابِعٌ، قَالَ :فَإِذَا ذُو الْبِجَادَيْنِ قَدْ مَاتَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺفِي الْقَبْرِ وَهُوَ يَقُولُ : دَلِّيَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا قَالَ: فَأَضْجَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺلِشِقِّهِ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتَ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ فِي حُفْرَتِهِ"

ইবনু আবি দুনিয়া বর্ণনা করেন:
মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম ইবনুল হারিস আত-তাইমী বলেন:
মদীনাহর আশেপাশের এলাকায় মুযায়িনাহ গোত্রের এক ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি তাঁর এক চাচার আশ্রয়ে ছিলেন, যিনি তাঁর ভরণপোষণ ও দেখাশোনা করতেন।

→ একদিন সে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করল।
→ তখন তার চাচা বলল:
"যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে আমি তোমার জন্য যা কিছু করেছি, সব কিছু ফিরিয়ে নেবো।"

→ তবুও সে ইসলাম গ্রহণ করল।
→ ফলে চাচা তাঁর সব কিছু কেড়ে নিলেন — এমনকি তাঁর গায়ে থাকা কাপড়ও (ইযার ও রিদা)।
→ সে নগ্ন অবস্থায় তার মায়ের কাছে গেল।
→ মা একটি পশম বা উলের কম্বল বের করলেন এবং সেটিকে দু'ভাগ করে কেটে দিলেন।
→ সে এক ভাগ দিয়ে নিচের অংশ ঢাকল (ইযার) এবং আরেক অংশ দিয়ে উপরের শরীর ঢাকল (রিদা)।
→ এরপর সে নবী করীম ﷺ–এর কাছে আসল এবং তাঁর সঙ্গে ফজরের সালাতে অংশ নিল।
রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর অভ্যাস ছিল—ফজরের সালাতের পর সাহাবাদের দিকে তাকানো এবং নতুন কাউকে খুঁজে বের করা।
→ তিনি তাঁকে দেখে বললেন:
"তুমি কে?"
→ সে বলল:
"আমি 'আবদুল উজ্জা'।" (এটাই ছিল তার নাম পূর্বে)
→ তখন রাসূল ﷺ বললেন:
"না, তুমি 'আবদুল্লাহ যুল-বিজাদাইন' (যার দুটি চাদর আছে)। আমাদের সঙ্গেই থেকো।"

→ এরপর সে নবী ﷺ–এর সঙ্গেই থাকতেন এবং তাঁর ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠতেন।
→ রাত হলে সে যখন তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, তখন জোরে জোরে দোআ, ইস্তিগফার ও আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

→ একদিন হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:
"হে আল্লাহর রাসূল! সে কি লোক দেখানোর জন্য এসব করছে?"
→ রাসূল ﷺ বললেন:
"তাঁকে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহভীরুদের একজন।"

🌿 তার শাহাদাতের ঘটনা (গাযওয়াত তাবুক):
→ তাবুক যুদ্ধে সে নবী ﷺ–এর সঙ্গে রওনা হন।
→ পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
→ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:
রাতে আমি সেনানিবাসের এক কোণে আগুন দেখতে পেলাম।
→ আমি গেলাম এবং দেখলাম নবী ﷺ, আবু বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) উপস্থিত — তাঁদের সঙ্গে আর কেউ নেই।
→ সেখানে যুল-বিজাদাইন মারা গেছেন।
→ নবী ﷺ কবরের মধ্যে অবস্থান করছেন এবং বলছেন:
"তোমরা তোমাদের ভাইকে আমার দিকে দাও।"

→ এরপর তিনি তাঁর ডান পাশে তাঁকে শুইয়ে দিলেন এবং বললেন:

"হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হও।

হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তুমিও সন্তুষ্ট হও।”

→ তখন ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:
“হায়! যদি আমি তাঁর কবরের জায়গায় থাকতে পারতাম!” [15]

وَرَوَى البَزَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺفِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ ذِي الْبِجَادَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ يَقُولُ : فَأَوِّلُونِي صَاحِبَكُمَا ، حَتَّى وَسَّدَهُ فِي لَحْدِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ

বাযযার (البزار) হযরত আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: “আল্লাহর কসম! আমি যেন এখনো শুনতে পাচ্ছি — যখন আমরা তাবুকের যুদ্ধে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আব্দুল্লাহ যুল-বিজাদাইন–এর কবরের পাশে — তখন তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।”
→ আর তখন রাসূল ﷺ বলছিলেন:
“আমার সঙ্গীকে (কবরে) আমার নিকট আনো।”
→ তারপর তিনি নিজ হাতে তাঁকে কবরে শুইয়ে দিলেন।
→ যখন দাফন সম্পন্ন হল, তিনি কিবলার দিকে মুখ করে বললেন:

[15] আল-আউলিয়া, হাদিস ৭৭

“হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তাঁর ওপর সন্তুষ্ট — তুমিও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হও।”[16]

وَرَوَى أبُو نعِيم عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ " :وَاللهِ لَكَأَنِّي أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺفِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي قَبْرِ عَبْدِ اللهِ ذِي الْبِجَادَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، يَقُولُ : أَدْلِيَا مِنِّي أَخَاكُمَا، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَسْنَدَهُ فِي لَحْدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺوَوَلَّاهُمَا الْعَمَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا، فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي مَكَانُهُ، وَلَقَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً"

আবু নু‘আইম হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

“আল্লাহর কসম! আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি—তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ যুল-বিজাদাইন–এর কবরের পাশে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উপস্থিত।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন:

‘তোমরা তোমাদের ভাইকে আমার দিকে নামাও।’

→ এরপর তিনি কিবলার দিক থেকে তাঁকে নিজের হাতে ধরলেন এবং কবরের পাশে ঠেস দিয়ে রাখলেন।

---

[16] মুসনাদ আল-বাজ্জার, হাদিস ১৭০৬

→ তারপর নবী ﷺ কবর থেকে বের হলেন এবং তাঁদের (আবু বকর ও উমর) দাফনের কাজ সম্পন্ন করতে বললেন।
→ যখন দাফন শেষ হল, তখন তিনি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দুই হাত উত্তোলন করে দোআ করলেন:
"হে আল্লাহ! আমি আজ রাতে তাঁর উপর সন্তুষ্ট — তুমিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হও।"
→ এটা ছিল রাতের সময়। → এরপর হযরত আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:
**"আল্লাহর কসম! আমি তখন নিজেকে ভাবছিলাম—ইস! যদি আমি তাঁর জায়গায় থাকতে পারতাম!
যদিও আমি তাঁর চেয়ে ১৫ বছর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। [17]

بُكَاؤُه فِي الصَّلَاةِ

তাঁর বক্ষ মোবারক হতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল

عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ ﷺ صحيح

মুতাররিফ (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমতাবস্থায় নামায আদায় করতে দেখি যে, তাঁর বক্ষ মোবারক হতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল।[18]

---

[17] হিলয়াতুল আউলিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২২
[18] আবু দাউদ ৯০৪

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي

আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন, আর তাঁর ভিতরে ডেকচির শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন। [19]

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ. فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ". قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুখের সময় বললেনঃ তোমরা আবূ বকরকে বল, লোকদের তিনি নিয়ে যেন সালাত আদায় করে নেন। 'আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম যে, আবূ বকর

[19] নাসাঈ ১২১৪

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যদি আপনার জায়গায় দাঁড়ান তাহলে কান্নার কারণে মানুষকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। কাজেই আপনি 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে আদেশ করুন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি আবার বললেন, তোমরা আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।

'আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি হাফসাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম, তুমি বল যে, আবূ বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকেদেরকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। কাজেই আপনি 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে আদেশ করুন। তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তো ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর মহিলাদের মত (যারা তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল)। আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) 'আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন, আমি আপনার নিকট হতে কখনই কল্যাণ পাইনি। [20]

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ :جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ : ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُكَاءً فَتَبَاكَوْا، لَوْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمَ لَصَلَّى أَحَدُكُمْ حَتَّى يَنْكَسِرَ ظَهْرُهُ وَلَبَكَى حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ.

ইবনু আবি মুলাইকা (রহ.) বলেন: আমরা হিজর (কাবার পাশের খোলা জায়গা)–তে বসেছিলাম আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)–এর সঙ্গে। তখন তিনি আমাদের বললেন:

[20] বুখারী ৭৩০৩

“তোমরা কাঁদো। আর যদি কাঁদতে না পারো, তাহলে কাঁদার চেষ্টা করো। যদি তোমরা প্রকৃত জ্ঞান (আখিরাতের জ্ঞান) জানতে, তবে তোমাদের কেউ এমনভাবে সালাত আদায় করত যে তার পিঠ ভেঙে যেত, এবং সে এত কাঁদত যে, তার কণ্ঠরোধ হয়ে যেত।” [21]

فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ

আরও কাঁদলেন এমনকি মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল তাঁর অশ্রুতে

عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ :دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ :قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا، فقَالَ :أَقُولُ يَا أُمَّهْ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا، قَالَ :فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ :أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي، قَالَ : يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ قُرْبَكَ، وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ :فَقَامَ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ :فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ :ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ :ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي، قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ

[21] আল-মুসতাদরাক, ৮৭২৩

لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟، قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ، وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ .(الْآيَةَ كُلَّهَا) آل عمران: 190

আতা (রহ.) থেকে বর্ণিত:
আমি এবং উবাইদ ইবনে উমাইর একবার আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)–এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) উবাইদকে বললেন:
“তোমার আমাদের কাছে আসার সময় হয়েছে।”
→ উবাইদ বললেন:
“হে আমার মা, আমি প্রাচীন কবির মতো বলছি — ‘কম সময়ে দেখা করলে ভালোবাসা বাড়ে।’”
→ আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন:
“এইসব কবিতার ভাষা বাদ দাও।”
→ এরপর ইবনে উমাইর বললেন:
“আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর এমন একটি ঘটনা বলুন, যা আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।”
→ আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, তারপর বললেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর এক রাতের ইবাদতের বিবরণ:
এক রাতে তিনি আমাকে বললেন: “হে আয়িশা! আমাকে আমার রবের ইবাদতের জন্য এই রাতটি ছেড়ে দাও।”
→ আমি বললাম:

“আল্লাহর কসম, আমি আপনার সান্নিধ্য পছন্দ করি, এবং আমি এমন কিছু পছন্দ করি যা আপনাকে আনন্দ দেয়।”

→ তারপর তিনি উঠলেন, ওজু করলেন, সালাত শুরু করলেন।

→ আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

“তিনি এত কাঁদছিলেন যে, তাঁর অশ্রু কাপড়ে ভিজে গেল। তারপর আরও কাঁদলেন — তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল। এরপর আরও কাঁদলেন — এমনকি মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল তাঁর অশ্রুতে।”

→ তারপর বিলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ফজরের আজান দিতে এলে তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন:

“হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরবর্তী সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন?”

→ রাসূল ﷺ বললেন:

“তবে কি আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আজ রাতে আমার ওপর একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে — ধ্বংস তার জন্য যে এটি পড়ে এবং এ বিষয়ে চিন্তা করে না।”

→ তারপর তিনি সেই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

(“নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে...”) – (সূরা আলে ইমরান: ১৯০ থেকে শেষ পর্যন্ত) [22]

[22] সহি ইবনু হিব্বান ৬২০

بُكَاؤه فِي الصَّلَاةِ لَيْلَةَ البَدْرِ

গাছের নিচে সালাত আদায় করছিলেন এবং কাঁদছিলেন

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ :مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ "وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولَ اللهِ ﷺتَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي، وَيَبْكِي، حَتَّى أَصْبَحَ

"বদরের দিনে আমাদের মধ্যে একমাত্র মিকদাদ ছাড়া আর কেউ ঘোড়সওয়ার (ফারিস) ছিল না। আমি নিজ চোখে দেখেছি—আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম, একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া। তিনি একটি গাছের নিচে সালাত আদায় করছিলেন এবং কাঁদছিলেন, এমনকি ফজর পর্যন্ত তাঁর কান্না ও সালাত চলছিল।" [23]

بُكَاؤه فِي السُّجُوْدِ

সাজদায় কান্না

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ :كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ - قَالَ شُعْبَةُ :وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ - وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ، وَيَقُولُ " :رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، رَبِّ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ" صحيح

আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

[23] মুসনাদ আহমাদ ১০২৩

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ ঘটে।
→ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেন।
→ তিনি কিয়াম (দাঁড়ানো) দীর্ঘ করেন,
→ এরপর রুকুতে যান এবং রুকু দীর্ঘ করেন,
→ তারপর রুকু থেকে উঠে দাঁড়ান এবং সেটিও দীর্ঘ করেন।
(শুআ'বা বলেন: আমি মনে করি — তিনি বলেছিলেন সিজদাও ছিল এর মতোই দীর্ঘ)
→ তিনি সিজদার সময় কাঁদছিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন।
→ তিনি বলছিলেন:
"হে আমার রব! তুমি তো আমাকে এ বিষয়ে (এ রকম শাস্তির দৃশ্য) প্রতিশ্রুতি দাওনি!
আর আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। হে রব! তুমি তো আমাকে এ রকম প্রতিশ্রুতি দাওনি — অথচ আমি তো এখনো ওদের মধ্যেই আছি!" [24]

بُكَاؤُه عِنْدَ سِمَاعِ تِلَاوَةِ القُرْآن

কুরআন তিলাওয়াত শুনে কান্না

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ عَلَىَّ ". قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ " إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ". قَالَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ

[24] মুসনাদ ইমাম আহমাদ ৬৭৬৩

حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا﴾. قَالَ لِي "كُفَّ. أَوْ أَمْسِكْ.". فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ.

‘আবদুল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে কুরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে বললাম, আমি আপনার কাছে কুরআন পাঠ করবো,অথচ আপনারই ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের নিকট হতে কুরআন পাঠ শোনা পছন্দ করি। আমি তখন সূরাহ নিসা পাঠ করলাম যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলামঃ ‘‘তারপর চিন্তা করো, আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসেবে হাযির করব তখন তারা কী করবে।’’ তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘‘থাম!’’ আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর [নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] দু’চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। [25]

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْآنَ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ " إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " . فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا﴾ رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ .

[25] বুখারী ৫০৫৫

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তুমি আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনাও। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করে শোনাব? কুরআন তো আপনার প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেনঃ অন্যের নিকট থেকে আমার কুরআন শুনতে ভাল লাগে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন- তাই এরপর আমি সূরাহ আন নিসা পাঠ করলাম। যখন আমি এ আয়াত فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا "হে নবী! একটু চিন্তা করুন তো সে সময় এরা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব, আর এসব লোকের জন্য আপনাকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করব"- (সূরাহ আন নিসা ৪১) তিলাওয়াত করা হলে আমি মাথা উঠালাম অথবা কেউ আমার পার্শ্বদেশ স্পর্শ করে ইঙ্গিত দিলে আমি মাথা উঠালাম এবং দেখতে পেলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (চোখ থেকে) অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। [26]

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : اقْرَأْ، قَالَ: أَقْرَأُ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، قَالَ: فَافْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ فَاسْتَعْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَّ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[26] মুসলিম ৮০০

وَسَلَّمَ : تَكَلَّمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ، وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقَالَ :رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَرَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِيَ لَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَافَقَه الذَّهَبِيُّ

একটি বর্ণনায় এসেছে: জাফর ইবনু আমর ইবনু হুরাইস তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:

নবী কারীম ﷺহযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)–কে বললেন: "তুমি কুরআন পড়ো।"

→ তিনি বললেন:

"আমি কীভাবে আপনার সামনে কুরআন পড়ি, অথচ এটি তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে?"

→ নবী ﷺ বললেন: "আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে ভালোবাসি।"

→ অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সুরা আন-নিসা থেকে তিলাওয়াত শুরু করলেন,

→ যতক্ষণ না তিনি এই আয়াতে পৌঁছালেন:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

("সেই দিন কেমন হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনব এবং আপনার (হে নবী) আপন উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব!")

→ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর চোখ অশ্রুতে ভিজে গেলেন (তিনি কাঁদলেন),

→ এবং আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তিলাওয়াত বন্ধ করলেন।

→ তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন: "বলো (আরও বলো)।"
→ তিনি বললেন (অর্থাৎ কথা শুরু করলেন):
"আলহামদু লিল্লাহ (আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি),
→ আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি,
→ নবী ﷺ-এর প্রতি দরুদ পাঠ করছি,
→ এবং সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছি,
→ আমি সন্তুষ্ট — আল্লাহ আমাদের রব,
→ ইসলাম আমাদের দ্বীন হিসেবে,
→ এবং আমি তোমাদের জন্য সন্তুষ্ট — যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন।"
→ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:
"আমি তোমাদের জন্য সেটিই পছন্দ করলাম — যা ইবনু উম্মে আব্দ (আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ) তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন।"

→ এই হাদীসটি সহীহ সনদ সহ বর্ণিত হয়েছে।
→ ইমাম যাহাবী (رحمه الله)-ও এতে সম্মত হয়েছেন। [27]

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي بَلَغَنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا .

[27] আল-মুস তাদরাক, হাদিস ৫৩৯৪

فَتَبَاكَوْا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا " ضعيف ، يُعْمَلُ بِه فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ

আবদুর রহমান ইবনুস সাইব (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট এলেন। তখন তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি বলেন, তুমি কে? আমি তাকে আমার পরিচয় দিলে তিনি বলেন, মারহাবা, হে ভাতিজা! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি সুকন্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছিঃ নিশ্চয় এই কুরআন দুশ্চিন্তার সাথে নাযিল হয়েছে। অতএব তোমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন কাঁদো। যদি তোমরা কাঁদতে না পারো, তাহলে কান্নার ভাব জাগ্রত করো এবং সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করো। যে ব্যক্তি সুমধুর কন্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের নয়। [28]

قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾

এরাই তারা-নবীগণে র মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর, এবং ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি,

[28] ইবনু মাজাহ ১৩৩৭

তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।[29]

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

আর তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতি পালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। [30]

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾

যারা এর পূর্ব থেকে এলেম প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলেঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভুমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়। [31]

---

[29] মারয়াম ৫৮

[30] মাইদাহ ৮৩

[31] সূরা ইসরা ১০৭ – ১০৯

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [32]

بُكَاؤُه عِنْدَ قَبْرِ أُمِّه

কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কবর যিয়ারাত করতে গেলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট মায়ের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হল না। আমি তার কবর যিয়ারাত করার জন্য অনুমতি চাইলে

[32] সূরা হাদীদ ১৬

আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল। অতএব তোমরা কবর যিয়ারাত কর। কেননা কবর যিয়ারাত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [33]

بُكَاؤُه عِنْدَ القَبْرِ

তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেলো

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ثُمَّ قَالَ " يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا حسن

বারাআ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরের কিনারে বসে কাঁদলেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘‘হে ভাইসব! তোমাদের অবস্থাও তার মতই হবে, সুতরাং তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো’’। [34]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺإِذْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ، فَقَالَ ":عَلَامَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ؟" قِيلَ: عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ .قَالَ :فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ، فَجَثَا عَلَيْهِ .قَالَ :فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ

[33] মুসলিম ৯৭৬
[34] ইবনু মাজাহ ৪১৯৫

يَدَيْهِ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ " :أَيْ إِخْوَانِي لِمِثْلِ الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا"

বরাআ ইবনু ‘আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:
একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি কিছু লোককে দেখতে পেলেন।
তখন তিনি বললেন:
“এরা কেন একত্র হয়েছে?”
বলা হলো: “একটি কবর খনন করছে।”
→ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, এবং দ্রুত সাহাবীদের সামনে এগিয়ে গেলেন —
→ যতক্ষণ না তিনি সেই কবরের কাছে পৌঁছালেন।
→ তিনি কবরের উপর বসে পড়লেন (হাঁটু গেড়ে)।
→ আমি (বরাআ) তাঁর সামনের দিক থেকে মুখোমুখি হলাম, যেন দেখতে পারি তিনি কী করছেন।
→ তিনি কাঁদতে লাগলেন — এমনভাবে যে তাঁর অশ্রু মাটিকে ভিজিয়ে দিল।
→ এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন:
"হে আমার ভাইয়েরা! এমন দিনের (মৃত্যুর) জন্য তোমরা প্রস্তুত হও!" [35]

[35] মুসনাদ আহমাদ ১৮৬০১। আল-মুজামুল আউসাত্ব ২৫৮৮। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ ৩৪৩৩১।

إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ

আমি স্বেচ্ছায় কাঁদছি না বরং যে অশ্রু তুমি দেখছ, তাহলো আল্লাহ তা'আলার রহমত বিশেষ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَغِيرَةٌ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَكِ " . فَقَالَتْ مَا لِي لاَ أَبْكِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حسن

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছোট মেয়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উঠিয়ে নিয়ে বক্ষের সাথে মিলালেন। তারপর নিজের হাত তার উপর রাখলেন। এরপর তার মৃত্যু হয়ে গেল আর সে তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সামনে উম্মে আয়মান কেঁদে উঠলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে উম্মে আয়মান, তুমি কাঁদছো অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছে? তিনি বললেন, আমি কেন কাঁদব না যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কাদছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি স্বেচ্ছায় কাঁদছি না বরং যে অশ্রু তুমি দেখছ, তাহলো আল্লাহ

তা'আলার রহমত বিশেষ। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মু'মিন সব অবস্থায় ভাল থাকে, তার পার্শ্বদ্বয় থেকে আত্মা বের করা হয় অথচ তখনও সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে থাকে। [36]

فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দু' চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَائْتِنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ " إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ". فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ ـ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ ـ كَأَنَّهَا شَنٌّ. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ " هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ".

উসামাহ ইবনু যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জনৈকা কন্যা (যায়নাব) তাঁর

[36] নাসাঈ ১৮৪৩

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবেঃ আল্লাহ্‌রই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সকল কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের অপেক্ষায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দন্ডায়মান হলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইবনু উবাদাহ, মু'আয ইবনু জাবাল, উবাই ইবনু কা'ব, যাইদ ইবনু সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে তুলে দেয়া হল। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (শব্দ হচ্ছিল)। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দু' চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একি? তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন। [37]

[37] বুখারী ১২৮৪। মুসলিম ৯২৩

ذَكَرَاللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ :

সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .رضى الله عنه .عَنِ النَّبِيِّ ﷺقَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,

২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে,

৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে,

৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য,

৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি',

৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না,
৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে। [38]

وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا:

তাহলে খুব বেশি কাঁদতে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " . متفق عليه

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং খুব বেশি কাঁদতে। [39]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَىْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ " عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " . قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ - قَالَ - غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ - قَالَ - فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - قَالَ -

[38] বুখারী ৬৬০, ১৪২৩। মুসলিম ১০৩১
[39] বুখারী ৬৪৮৫, ৬৪৮৬, ৬৬৩১, ৬৬৩৭, ৫২২১, ৪৬২১, ১০৪৪। মুসলিম ৯০১

فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ " أَبُوكَ فُلاَنٌ " . فَنَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার সাহাবীদের কোন কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌছল। তখন তিনি এক বক্তৃতা দিলেন এবং বললেনঃ আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়। আজকের মতো ভাল এবং মন্দ আমি আর কখনো দেখিনি। আমি যা জানতে পেরেছি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই খুবই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের উপর এর চাইতে বিভীষিকাময় কোন দিন আর আসেনি। তারা নিজেদের মাথা আবৃত করল এবং তাদের ভেতর হতে কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তারপর উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবী হিসেবে মেনে নিলাম। অতঃপর এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা অমুক। তখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ “হে মু’মিনগণ! তোমরা সেসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না, যা উন্মোচিত হলে তোমরা বেদনার্ত হবে”— (সূরাহ্ আল মায়িদাহ ১০১)। [40]

[40] মুসলিম ২৩৫৯

بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ

আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কৰন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যেরূপ দোহনকৃত দুধ আবার স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহ তা'আলার পথের (জিহাদের) ধুলা ও জাহান্নামের ধোয়া কখনো একত্র হবে না। [41]

আখিরাতের মানযিলসমূহের প্রথম মানযিল হল কবর

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ هَانِئًا، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ " . قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ "

[41] তিরমিযী ২৩১১। নাসাঈ ৩১০৮

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত গোলাম হানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন কবরের সামনে দাঁড়াতেন তখন খুবই কাঁদতেন এমন কি তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনার কাছে জান্নাত-জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হলে আপনি কাঁদেন না অথচ এই ক্ষেত্রে এত কাঁদেন কেন?
তখন তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আখিরাতের মানযিলসমূহের প্রথম মানযিল হল কবর। যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পেয়ে যাবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পাবে না তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো কঠিন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি এমন কোন দৃশ্য কখনো দেখিনি যার থেকে কবর ত্রাসজনক নয়। [42]

জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে চোখ কৰন্দন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে চোখ (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে ঘুমবিহীনভাবে রাত পার করে দেয়। [43]

---

[42] তিরমিযী ২৩০৮
[43] তিরমিযী ১৬৩৯